R.N N0. 2532/57 | Ph-266228(Press), STD 03483, M-8436330907 P. Regd. No.MSD/05/2010-12

উন্নতমানের পাগ মিল চিমনী ইটের জন্য যোগাযোগ করুন।
ইউনাইটেড ব্রীক্স
ওসমানপুর, পোঃ – জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ)
ফোন নং – 03483-264271
M- 9434637510
পরিবেশ দূষণ মুক্ত করতে বৃক্ষরোপণ করুন। ভু-গর্ভস্থ জলের অপচয় রুখতে বৃষ্টির জল সংরক্ষণ করুন।

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W.B)
প্রতিষ্ঠাতা – স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং-১২/১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক অনুমোদিত)
ফোন ঃ ২৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ।। মুর্শিদাবাদ
সোমনাথ সিংহ - সভাপতি
শত্রুঘ্ন সরকার - সম্পাদক

১০০ বর্ষ
৪৭শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ৮ই বৈশাখ ১৪২১
২২শে এপ্রিল, ২০১৪
নগদ মূল্য : ২ টাকা
বার্ষিক ১০০, সডাক ১৮০ টাকা

মানুষ জেনে গেছে – নিজেদের আখের গোছাতেই প্রার্থীদের এই তৎপরতা

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর লোকসভা কেন্দ্রে বিজেপির ভোট আশাতীতভাবে বাড়বে – এ আলোচনা গ্রাম–শহর সর্বত্র। অথচ এদের না আছে কর্মীবল, না আছে অর্থবল, না আছে প্রচারে জৌলুস। বাকী তিন দল নির্বাচন ক্ষেত্রের শহর–গ্রামে ধুলো ওড়াচ্ছে। এক গ্রাম্য ভোটার তার তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা জানান – 'এই ক'দিন এরা গ্রামে ঘুরবে, আমাদের শরীরের তাপ অনুভব করবে, সংসারের খোঁজ নেবে গদগদ হয়ে। পেটের টানে বাইরে রুজি রোজগারে থাকা ছেলেদের ফোন নম্বরও চাইবে। তারপর ভোট পেরোলে আবার সেই আগের অবস্থা।' কথা প্রসঙ্গে জঙ্গিপুরের সাংসদ অভিজিত মুখার্জীর নামে বিভিন্ন ক্ষোভ জানালেন, – 'আমাদের জন্য তিনি কিছু করেননি। একটা সার্টিফিকেটের জন্য তার 'জঙ্গিপুর ভবন' থেকে ঘুরে এসেছি। লোক দেখলেই উনি বিরক্ত হন। কাজ তো দূরের কথা। আজ হাজার মানুষের আওয়াজ তুলে ক্যাসেট বাজিয়ে ফাঁকা গাড়ী ঘুরছে গ্রামে গ্রামে।' অন্যদিকে কংগ্রেসীদের পক্ষে সুদীপ রায় জানান – অভিজিতবাবু এম.পি. ল্যাডের টাকায় প্রচুর কাজ করেছেন। রঘুনাথগঞ্জ–১ ব্লকের সিদ্ধিকালী থেকে রমনা গ্রামের রাস্তা তৈরীতে ১৭ লক্ষ ৭৩ হাজার ২২২ টাকা খরচ হয়েছে। সুতী–১ এর রাতুরী গ্রাম থেকে কেবি রোড পর্যন্ত ৪ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা খরচ হয়। সামসেরগঞ্জ ব্লকের আলিনগর–ঝিল্লী রাস্তা নির্মাণের কাজ চলছে। এই ধরনের বহু জনমুখী কাজ অভিজিত করেছেন। জঙ্গিপুর হাসপাতালে অপারেশন থিয়েটারে কয়েক লক্ষ টাকা ব্যয়ে আলোর ব্যবস্থা করেছেন। সেখানে আধুনিক জেনারেটর বসিয়েছেন ইত্যাদি। বামফ্রন্টের মনোনীত সিপিএম প্রার্থী মোজাফফর হোসেনের সমর্থনে কেন্দ্রে সরকারের ব্যর্থতায় নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রর অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি আর রাজ্যে অরাজকতা, ধর্ষণ এর অভিযোগ তুলে প্রচার চালালেও বা বিড়ি শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরী দাবীর আন্দোলন চললেও বিড়ি শ্রমিকদের সুখের দিন ফেরেনি। ন্যায্য পাওনা থেকে তারা আজও বঞ্চিত। গঙ্গা–পদ্মার ভাঙন প্রতিরোধে মাঝে মধ্যে আন্দোলনের নামে লোক জুটিয়ে চিৎকার চেঁচামেচি করলেও গঙ্গা–পদ্মাপারের মানুষ আজও স্বস্তিতে বসবাসের সুযোগ পাননি। বামফ্রন্ট প্রার্থীর হয়ে খাটার লোক এবার হাতে গুনতে হচ্ছে। তাদের কারো কারো মতে – এবার জিততে না পারলে মোজাফফর হোসেন আর কোনদিন পারবেন না। জঙ্গিপুরে তৃণমূল প্রার্থী হাজী নুরুল ইসলাম বসিরহাট থেকে টিম নিয়ে এখানে ভোট করতে এসেছেন। সঙ্গে তাঁর ছেলেও আছেন। অপরিসীম পরিশ্রম করে চলেছেন প্রার্থী। তখনই রঘুনাথগঞ্জ–২

(শেষ পাতায়)

ভোট নিয়ে ভাবনা

বিশেষ প্রতিবেদক : এই লোকসভা ভোটে নির্বাচিত সাংসদরা কেন্দ্রে সরকার গঠন করবেন। যে দলের সাংসদ সংখ্যা বেশি হবে সেই দল কেন্দ্রীয় সরকার পাবে। কাজেই প্রতিটি লোকসভা কেন্দ্রের নির্বাচন অন্যবারের তুলনায় এবারে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কেন না বর্তমানে কোনও দলই সর্বভারতীয় গরিষ্ঠ দল হিসাবে দাবি করতে পারছে না। যদিও মুখে-প্রধান দুটি দল যারা ভারতে জাতীয় দল বলে নিজেদের তুলে ধরতে চাইছে।

কংগ্রেস কেন্দ্রে টিকে আছে জনগণের স্বার্থে, জনকল্যাণে কাজ করার জন্য নয়। সে দল টিকে আছে এবং টিকে থাকতে চায়ছে দলীয় স্বার্থে। এই দলীয় স্বার্থও আবার তলানিতে ঠেকেছে। এখন একটি পরিবারের ক্ষমতায় টিকে থাকার গরজ এবং তাগিদ এবারের নির্বাচনে সবার সামনে এসে পড়েছে।

অন্যদিকে বিজেপি বা ভাজপা সুযোগ নিতে চাইছে কংগ্রেসের এই দুর্বলতার। তাই তারা কংগ্রেসের অনেকদিন ধরে ক্ষমতায় টিকে থাকতে যে দুর্নীতি আর

(শেষ পাতায়)

অক্সিজেনের স্বল্পতায় মারা গেলেন শুভাদেবী

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর কলেজের প্রাক্তন অধ্যাপক আশিস রায়ের স্ত্রী শুভাদেবীকে (৬৮) অসুস্থ অবস্থায় চিকিৎসার প্রয়োজনে এ্যাম্বুলেন্সে কলকাতা নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল ১৭ এপ্রিল। বীরভূম বর্ডার নাকপুর চেকপোষ্টের কাছে হঠাৎ অক্সিজেন কমে যাওয়ায় শুভাদেবীর শ্বাসকষ্ট বাড়তে থাকে। দিশেহারা আত্মীয়রা রঘুনাথগঞ্জে আশাদীপ নার্সিংহোমের মালিক তাপস ঘোষকে ফোন করে ঘটনাটা জানান। তাপসবাবু রোগীকে রঘুনাথগঞ্জে

(শেষ পাতায়)

বিয়ের বেনারসী, স্বর্ণচরী, কাঞ্জিভরম, বালুচরী, ইক্কত বোমকায়, পৈটানি, আরিষ্টিচ, জারদৌসী, কাঁথাষ্টিচ গরদ, জামদানী, জ্যাকার্ড, মুর্শিদাবাদ সিল্ক শাড়ী, কালার থান, মেয়েদের চুড়িদার পিস, টপ, ড্রেস পিস, পাইকারী ও খুচরো বিক্রী করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।
ঐতিহ্যবাহী সিল্ক প্রতিষ্ঠান
গৌতম মনিয়া
ষ্টেট ব্যাঙ্কের পাশে [মির্জাপুর প্রাইমারী স্কুলের উল্টো দিকে (এ.সি.)]
পোঃ-গনকর (মুর্শিদাবাদ) ফোন:২৬২০৪১/২৬২১৭৬, মোবাইল-৯৪৩৪০০০৭৬৪/৯৩৩২৫৬৯১৯১
।। পেমেন্টের ক্ষেত্রে আমরা সবরকম কার্ড গ্রহণ করি।।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

৮ই বৈশাখ, বুধবার, ১৪২১

প্রণাম

কালের আবর্তনে আবার আসিতেছে ১৩ই বৈশাখ। শরৎচন্দ্র পণ্ডিত দাদাঠাকুরের শুভ জন্মদিন এবং বেদনামুখর প্রয়াণ দিবস। ১২৮৮ বঙ্গাব্দের ১৩ই বৈশাখ তিনি ভূমিষ্ঠ হন। ১৩৭৫ বঙ্গাব্দের এই দিনেই তিনি মরজগৎ হইতে বিদায় লইয়াছেন। আজ তাঁহার স্মৃতি-তর্পণে আমরা বসিয়াছি।

একদা জীর্ণ কুসংস্কারগ্রস্ত আচার সর্বস্ব পল্লীসমাজে যিনি নগ্নপদে বিচরণ করিয়াছিলেন, তিনি পরবর্তীকালে সেই নগ্নপদের দৃঢ় ও বলিষ্ঠ চারণায় মহানগরী প্রকম্পিত করিয়াছিলেন। কথায় ও কাজে ছিল মহাআত্মপ্রত্যয়। তাই বিদেশী শাসকের রক্তচক্ষুকেও হেলায় অগ্রাহ্য করিতে পারিয়াছিলেন তিনি। স্বমহিমায় শ্রদ্ধা পাইয়াছেন মতিলাল, দেশবন্ধু, সুভাষচন্দ্র, মানবেন্দ্রনাথ প্রভৃতি নেতৃবৃন্দের। সর্বত্রই তিনি ছিলেন এক বিস্ময়। বঙ্গের বিদ্বৎ সমাজের নিকট হইতে তিনি পাইয়াছিলেন আগাধ ভালবাসা। এ তাঁহার স্বীয় সৃজনশক্তি ও মননের ফলেই সম্ভব হইয়াছিল। তাঁহার 'বোতলপূরাণ' ও 'বিদুষক'-এর মাধ্যমে তিনি যেমন রঙ্গরসের সৃষ্টি করিয়াছেন, তেমনই নানাবিধ সামাজিক অন্যায় ও দুর্নীতির জন্য কথার চাবুকে জর্জরিত করিয়াছিলেন তাবৎ জনগণকে, যাঁহারা এই অন্যায় ও দুর্নীতির বেসাতিতে নিরত ছিলেন। তাঁহার চলার পথ কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না। তথাপি তিনি অন্যায়ের সহিত আপোষ করেন নাই। তাঁহার মানসসন্তান 'জঙ্গিপুর সংবাদ' পত্রিকায় তাঁহার নির্ভীক লেখনীর দ্বারা তিনি অশ্রান্ত ভাবে তৎকালীন রাজনৈতিক ও সামাজিক অধিকারের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করিয়াছিলেন। ব্যক্তি জীবনেও তিনি ছিলেন মরমী ও দরদী। নিজ দারিদ্র্যকে তিনি যেমন শান্তচিত্তে গ্রহণ করিয়াছিলেন, তেমনি দরিদ্রের দুঃখকষ্টে তিনি অভিভূত হইতেন।

আমরা তাঁহার কর্মনিষ্ঠা, সত্যসন্ধতা ও মরমী হৃদয়ের প্রতি জানাই প্রণতি। আশীর্বাদ প্রার্থনা করি। তাঁহার আদর্শবাতিকালোক আমাদের পাথেয় হোক।

উদ্ধৃতি

দাদাঠাকুর এমন একটি চরিত্র এবং আমার মনে হয় বাংলাদেশের একমাত্র চরিত্র। দাদাঠাকুর ব্যক্তিটির সঙ্গে চাক্ষুষ সম্বন্ধ না থাকলে এ চরিত্রের সম্যক পরিচয় পাওয়া যায়না। আমি আমার বইয়ের পাতায় দাদাঠাকুরের যে রূপ ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করেছি – তা যদি ফুটে থাকে – তাহলেও সেটুকু তাঁর ভগ্নাংশমাত্র। তবু যদি এ গ্রন্থ দাদাঠাকুরকে একটিবার দেখবার জন্য কারও মনে আগ্রহ জাগাতে পারে, তাহলেই আমি শ্রম সমর্থক বোধ করবো।

–নলিনীকান্ত সরকার

বৈজয়ন্তী

আবদুর রাকিব

'লেক্‌চারস্‌ অন ইংলিশ কমিক রাইটার্স' বইয়ে ডব্লিউ হ্যাজলিট্‌ লিখেছিলেন, 'Wit is the salt of conversation, not the food.' লবন অবশ্যই খাদ্য নয়। কিন্তু খাদ্যের স্বাদ অবশ্যই লবন নির্ভর। আমরা, বাঙ্গালীরা কিন্তু লবনকে অনায়াসে খাদ্যতালিকায় তুলে নিয়েছি এবং অলিখিতভাবেই। জীবনের কথা বলতে গিয়ে যেমন বাতাসের কথা না তুলেও তাকে ভুলতে পারিনে, (কেননা বাতাসেই রয়ে গেছে জীবনের প্রাণকণা) তেমনি খাদ্য-প্রসঙ্গে লবনের উল্লেখ অপরিহার্য বলে আমরা মনে করিনে। অর্থাৎ সে আছে অস্তিত্বের সঙ্গে একাকার হয়ে, আলাদাভাবে তার কথা নাই বা তুললাম। কিন্তু তোলার প্রয়োজন এসে পড়ে সেইখানে, যেখানে সে নিছক উপাদান না হয়ে বস্তু হিসাবেই আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করে। প্রচলিত সংজ্ঞা ছাড়িয়ে সে নিপাতনে সিদ্ধ হয়। ব্যাকরণে ব্যতিক্রম বলে যে ব্যাপারটি আছে, মূলতঃ তাকেও একটি নিয়ম বলে মেনে নিতে হয়।

এই ব্যতিক্রম-নিয়মের এক অনন্য পুরুষ শরৎ পণ্ডিত, বাংলার সর্বজন প্রিয় দাদাঠাকুর। তাঁর উইট কথোপকথনের লবন নয়, হলে তিনি আজও আলোচিত হতেন না। তাঁর রস রসিকতা বাঙ্গালী মনের খাদ্য হিসাবেই তাকে পুষ্টি দিয়েছে। শোকার্ত মানুষ তাঁর একটি রস-মন্তব্যে যখন শোক ভুলে যায়, সান্ত্বনা পায়, তখন সেই মন্তব্য মহাজীবনের বাণী হিসাবেই বন্দিত। এই রস মন্তব্য যখন বক্তাকেও রেহাই দেয়না,তখন জীবনোপকরণ ও জীবন অভিন্ন হয়ে ওঠে।

অথচ কেউ বলবেন না, দাদাঠাকুর মহাপুরুষ ছিলেন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেছিলেন, 'বেচারার জাঁক-জমক কিছুই নাই – সদানন্দ পুরুষ।' জাঁক-জমকহীন সাদামাটা মানুষের মধ্যে অতি মানুষের কিছু কিছু লক্ষণ- বৈশিষ্ট্য এসে পড়ে, তখন আমরা বিহ্বল হওয়ার পরিবর্তে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ি। মানুষটির মূল্যায়নেও মস্ত বড় ত্রুটি থেকে যায়। আমি জানিনা শাস্ত্রী মহাশয় কোন্‌ অর্থে এই মন্তব্যটি করেছিলেন যে, 'সেকালে ভাঁড়ের কথা শুনিয়াছিলাম, ইনি সেই ভাঁড়।' সেকালে ভাঁড়ের একজন গোপাল ভাঁড়কে আমরা জানি, কিন্তু দাদাঠাকুর কি সেই ভাঁড় ? স্থূল রসের ভিয়ানে জারিত সেই সব সরস মন্তব্য ? 'বিদুষক' পত্রিকার পরিচায়িকা – 'ধামাধরা উদরপন্থীদের সাপ্তাহিক মুখপত্র' – কি সত্যের পরিচয় বহন করে চলত ? নাকি তৎকালীন জীবনকে তুলে আনত কাগজের পাতায় পাতায় ? তাঁর 'কলকাতার ভুল' যদি স্থূল হত, তাহলে রবীন্দ্রনাথ তার রচয়িতার নাম জানার আগ্রহ প্রকাশ করতেন না। 'বিদুষক' যদি কাতুকুতু দিয়ে লোক হাসানোর প্রচেষ্টা নিত, তাহলে নেতাজী সুভাষ বসু পকেটের পয়সা খরচ করে তাঁর হকারি লাইসেন্স করিয়ে দিতেন না। আজকের দিনের অশালীন প্যারোডির মত তিনি যদি প্যারোডি লিখতেন তাহলে,'আ মরি বাংলাভাষা'র রচয়িতা অতুলপ্রসাদ সেন সানন্দে তা উপভোগ করতে পারতেন না। 'বোতল পুরাণ' বোতলের টেবিলেই তুফান তুলত, চলে আসত না বিদগ্ধজনের পড়ার টেবিলে।

শুভেচ্ছায়-শ্রদ্ধায়

হরিলাল দাস

এই সেদিন যারা মূর্তি বসালো তাঁর,
ভোটরঙ্গে সে ভণ্ডামি টিকল কি আর ?
তেমাথা মোড়ে রোদ-বৃষ্টি-ঝড়ে সে ছাতা
বন্ধই থাকে ধুলো ধোঁয়া মলিন মাথা।

বিবেচনা করে জন্ম মৃত্যু ফি-সনের
একই দিনে। দায় সারা যায় প্লাস্টিকের
একখানা মালা কিনে। কেন তা হয় না ?
শ্রদ্ধাহীনেরা বোঝে কেবল স্বীয় ধান্দা।

কথায় কথায় কথার খেলা – এবং বাজিমাৎ
মিষ্টি কথার কঠিন কষা – সে আঘাত
হাসি মুখ করে সইতে হয়েছে। তাই
মূর্তি গড়ে ধান্দা বাজি – মেকি ভক্তি ভাই।
রসিক দাদাঠাকুর নন কারো বশ
অতএব সিমেন্টেড রঙ্গ ব্যঙ্গ রস।।

দাদাঠাকরের সুক্ষ্ম, শুভ্র চাতুর্যের সরসতা পাঠক মনে শিক্ষা সংস্কৃতি ও সুরুচিকে তৃপ্ত করেছে। তা যদি না করত, তাহলে foolish wit এর দায়ে আমরা তাঁকে বর্জন করতাম। কেননা আমরা জানি, 'Better a Witty fool than a foolish wit.'(শেকসপীয়র, 'Twelfth Night) ব্যক্তিত্বের উজ্জ্বল বিভূতির সঙ্গে রসিক মনের সমন্বয় না ঘটলে দাদাঠাকুর আজ হারিয়ে যেতেন। একটা প্রবল প্রাণ জীবন – রস পান করে জীবনকেই ঠাট্টা করছে। এই উদাহরণ বাঙ্গালী জীবনে বিরল না হলেও বহুল নয়। কবি কাজি নজরুল যখন তাঁর 'চন্দ্রবিন্দু' উৎসর্গ করছেন দাদাঠাকুরকে , তখন দাদাঠাকুরের কোন্‌ বৈশিষ্ট্য তাঁর সামনে ছিল ? সে কি শুধুই বন্ধুতা, ভালবাসা ? তা যদি হত, তাহ'লে ত যে কোন একখানি বই উৎসর্গ করলেই চলে যেত। বেছে বেছে 'চন্দ্রবিন্দু' দিয়েই তিনি তাঁর প্রীতি-অর্ঘ্য সাজালেন কেন ? কে না জানেন, 'চন্দ্রবিন্দু' কবির হাসির বই এবং বুলবুলের মৃত্যু শোকের করাল ছায়া ভেদ করে বেরিয়ে আসছে সেই উজ্জ্বল হাসির রশ্মি-প্রবাহ। যেন, যেতে চাইছেন উত্তরণে। সময়ের জীবন ছাড়িয়ে চিরায়ত জীবনে। সময় পঞ্জরে এই ঘটনার মধ্যে চন্দ্রবিন্দু উঁকি মারছে এবং খুব সম্ভব তার এই মানসের দোসর হিসাবে ধরা পড়ছেন শরৎ পণ্ডিত। কোথায় যেন একটা সঙ্গতি আছে। নিছক কাকতালীয় ঘটনা এ নয়।

কবি উৎসর্গ পত্রে ব্যবহার করলেন, 'শ্রীমদ্দা ঠাকুর'। সন্ধি বিচ্ছেদ করলে দাঁড়াবে – শ্রীমৎ+দাদাঠাকুর। আমার ত মনে হয়, খুব সচেতন এই শব্দ প্রয়োগ। তিনি শ্রদ্ধেয়, অতএব 'শ্রীমৎ'। তিনি তেজস্বী পুরুষ, ('ইনি খুব তেজস্বী ব্রাহ্মণ, বেশ মিষ্টি করিয়া সকলকে হক কথা শুনাইয়া দেন।' – হরপ্রসাদ শাস্ত্রী) অতএব, 'মদ্দা'। বাঙ্গালী জীবনে আরেকটি 'মদ্দা' ছিল, তাঁর দাদু তাঁকে 'এঁড়ে বাছুর' বলে রগড় করেছিলেন, তিনি ঈশ্বরচন্দ্র। তিনিও পণ্ডিত। তিনি কিন্তু কাঁদতেন-

(শেষ পাতায়)

TechNova NovaDom USR 1402904150 0224814 1412

জীবন ও জীবিকা রক্ষার সংগ্রামকে এগিয়ে নিতে

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের

স্নেহধন্য তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী

হাজী
শেখ নুরুল ইসলাম
কে

জোড়াফুল চিহ্নে

বোতাম টিপে

বিপুল ভোটে জয়ী করুন

FLOWERS & GRASS

FLOWERS & GRASS

জঙ্গীপুর লোকসভা কেন্দ্র তৃণমূল কংগ্রেস

তৃণমূল কংগ্রেসের মুর্শিদাবাদ জেলার সাধারণ সম্পাদক মুক্তিপ্রসাদ ধর কর্তৃক প্রচারিত

প্রার্থীদের এই তৎপরতা..... (১ পাতার পর)

ব্লকের চর পিরোজপুর, ইছাখালি, বাবুপুর, পরমুহূর্তে লালগোলা ব্লকের পন্ডিতপুর গ্রামে – তার কিছু পর সুতী–১ এর বহুতালী, রাতুরী, সিধোরী গ্রামে স্বাভাবিকভাবে বক্তব্য রেখে যাচ্ছেন। জঙ্গিপুর পুর এলাকার মির্দ্ধাপাড়ায় হাজী ভোটে কেন ? বিরোধী পক্ষের বক্তব্যের প্রতিবাদে নুরুল জানান, হাজীরা ভোটে দাঁড়াবে না তো চোরেরা দাঁড়াবে ? সরকার থেকে সাধারণ মানুষের জন্য টাকা মঞ্জুর করলে তা মানুষের ভোগে লাগে না। সব টাকা নেতাদের পকেটে চলে যায়। আমাকে জেতালে সে টাকা কোনদিন ব্যর্থ হবে না। আল্লার নামে কসম নিয়ে বলছি আমার কোন অভাব নেই। ওপরওয়ালা যা দিয়েছেন তাতে আমি যথেষ্ট খুশি। আমার জীবনে এখন পর্যন্ত যা ওয়াদা করেছি তা কোনদিন খেলাপ করিনি। আমি জীবনে কোন নির্বাচনে পরাজিত হইনি। পঞ্চায়েতে দাঁড়িয়ে প্রধান হয়েছি, জেলা পরিষদে পাস করেছি, সাংসদ ভোটে নির্বাচিত হয়েছি। দিদি আমাকে হারার জন্য এখানে পাঠাননি। আপনারা আমাকে একবার সুযোগ দিন। মমতা ব্যানার্জী জঙ্গিপুর মুনিরিয়া হাই মাদ্রাসা মাঠে নির্বাচনী জনসভা করেন ২০ এপ্রিল। তিনি বলেন, – উদ্বোধন হয়ে গেলেও আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় জমি সংক্রান্ত জটিলতায় তা চালু হয়নি। আমি এই সমস্যা মেটাই।

বৈজয়ন্তী ..... (২ পাতার পর)

তেজস্বিতা আর রোদন প্রবণতা, দুইই তাঁর ব্যক্তিত্বের ভূষণ। দাদাঠাকুরও তেজস্বী। তিনিও পণ্ডিত। তিনি কিন্তু হাসতেন। তেজস্বিতা আর রস-রসিকতা তাঁর চরিত্রের উপাদান।

কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্র দাদাঠাকুর নন। দাদাঠাকুরও ঈশ্বরচন্দ্র নন। কিন্তু ভাবি, এই সবুজ বাংলার সরস মাটি নিজেকে কখন কোন্ ব্যক্তিত্বের আধারে অবলোকন করে, যা কখনও চেনা, কখনও অচেনা হয়ে আমাদের বিভ্রান্তি বাড়ায়! দাদাঠাকুরকে নিয়ে আমাদের এই মধুর বিভ্রান্তিই তাঁকে আমাদের কাছে শ্রদ্ধেয়, প্রিয় ও অনন্য করে রেখেছে। বিভ্রান্তি হয়ে উঠেছে বৈজয়ন্তী।

অত্যাধুনিক স্বাচ্ছন্দ্য ও নিরাপত্তার মোড়কে

হোটেল ইন্টিগো

(রঘুনাথগঞ্জ বাস স্ট্যান্ডের সন্নিকটে)

পোঃ-রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)

ফোন-০৩৪৮৩/২৬৬০২৩

সাধারণ ও এয়ার কন্ডিশন ব্যসস্থান, কনফারেন্স হল এবং যে কোন অনুষ্ঠানে সু-পরিষেবায় আমরাই এখানে শেষ কথা।

উৎপল–রঞ্জনকে ধমক দিলেন মমতা

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর হাই মাদ্রাসা মাঠে ২০ এপ্রিল নির্বাচনী জনসভায় ভাষণ দেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তার আগের মুহূর্তে মঞ্চে উপবিষ্ট জেলার নেতা উৎপল পাল ও রঞ্জন ভট্টাচার্য্যের উদ্দেশ্যে ভালভাবে দল না করলে অন্য ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে হুমকি দেন মমতা বলে খবর।

অক্সিজেনের ..... (১ পাতার পর)

ফেরত আনতে বলেন। তাপস বলেন, এ.সি. এ্যাম্বুলেন্সের জন্য রোগী পার্টি আমার সঙ্গে যোগাযোগ করলে আমি অরঙ্গাবাদের জি.ডি. চ্যারিটেবল থেকে ব্যবস্থা করে দি। সিলিন্ডারে গ্যাস কতটা আছে আমি কিভাবে জানবো। নাকপুর থেকে রোগী ফিরিয়ে আনলে আমি আমার নার্সিংহোম থেকে ফুল সিলিন্ডার ওদের দি। তারপর কি হয়েছে আমি কিছু জানি না। অন্যদিকে খবর – নাকপুর থেকে বিনা অক্সিজেনে রঘুনাথগঞ্জ ফেরত আনার পথে শুভাদেবী বিশেষভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন। তার প্রেসার অস্বাভাবিকভাবে নেমে যায়। ঐ অবস্থায় তাঁকে জঙ্গিপুর হাসপাতালে ভর্তি করলে ডাক্তারী চিকিৎসায় তাঁর প্রেসারের উন্নতি হলেও ঐদিন বিকেলে তিনি মারা যান।

ভোট ভাবনা ..... (১ পাতার পর)

কেলেঙ্কারি জমে উঠেছে তার দিকে দেশের দৃষ্টি ফেরাতে চাইছে। এবারে মিডিয়া প্রচারে তাই মোদী হাওয়ার লু বইতে শুরু করছে।

আঞ্চলিক দলগুলো এই ফাঁকে নিজেদের জায়গা করে নিতে তৎপর। প্রতি বছরই নতুন দলের সংখ্যা এবং শক্তিবৃদ্ধি হচ্ছে। তাঁরা একদিকে কংগ্রেস ও বিজেপির বিরুদ্ধে কথা বলছে অন্যদিকে নিজেদের মধ্যে কোনও কমন প্রোগ্রাম দিতে পারছে না। সবাই জানে এবার কোন বড়ো দলই একক সংখ্যা গরিষ্ঠতা অর্জন করে কেন্দ্রে সরকার করতে পারবে না ; আঞ্চলিক দলের সঙ্গে দরাদরি করে জোড়াতালির সরকার হবে। তাতে সার্বিক কি জনকল্যাণ হবে ?

এ রাজ্যের কথা একটু স্বতন্ত্র করে ভাবতে হবে আমাদের। ইতিহাস সাক্ষী – দেশ ভাগ করে স্বাধীনতা নিতে হিন্দি বলয়ের চালে বঙ্গদেশ বিভাজন করে বাঙালির জাতিসত্তাকে দুর্বল ও ক্ষয়িষ্ণু করা হয়েছে। এই দুষ্কর্মে তখন তো কংগ্রেস এবং নেহরু পরিবার ছাড়া আর কেউ ছিল না। এখনও এরাজ্যে প্রদেশ কংগ্রেস ওই পরিবারের সগর্ব লেজুর। বিজেপিও হিন্দি বলয়েরই। কাজেই কেন্দ্রে এমন সরকার যদি হয়, যে ভাত দেবার কেউ নয়, অথচ কিল মারবার গোঁসাই। বাংলা কি সেই সরকার চায় ? ভারতে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর সব গলদগুলোই এখন বেরিয়ে পড়েছে। নির্বাচন পরিচালনা করে নির্বাচন কমিশন। সর্বভারতীয় একটি কমিশন গঠন করে কে ? সেই ভারতীয় কমিশনের অধীনে রাজ্য কমিশন নামে একটি স্বাধীন সংস্থা – নির্বাচন পরিচালনায় কমিশনই শেষ কথা। এ কেমন গণতন্ত্র ! তাই দেখা যাচ্ছে সরকার বিরোধী দলগুলো নির্বাচন কমিশনের উপর বেশি নির্ভর করে। কেন্দ্রীয় বাহিনী চায়। এর প্রধান কারণ, গণচেতনা বৃদ্ধি করতে পারে নি এখনও কোন রাজনৈতিক দল। সেই আসল কাজটি পারে নি বলেই নির্বাচন এলে তবেই মিটিং মিছিল করে মানুষকে বোঝাতে হয় যে তারাই একমাত্র সাচ্চা দল, আর সব ফালতু। ভোটে জিতলে কেন্দ্রের লেজুড়বৃত্তি করে ব্যক্তি স্বার্থ সিদ্ধি। আর হেরে গেলে কে কোথায় যায় খুঁজে পাওয়া দায়। – মানুষ এখন ঠেকে শিখেছে। আর প্রচারে বিভ্রান্ত হচ্ছেন না। তাঁরা চিনতে শিখেছেন, কে কালো, কে মন্দ। তবে অবশ্যই টাকার খেলার কথাটা অস্বীকার করা যাচ্ছে না। কিন্তু চেতনা কি টাকায় কেনা যায় ? ফলে এবার জঙ্গিপুরের ভোটদাতারাও অনেক সচেতন। তাঁদের মনের হদিশ কেউ আঁচ করতে পারছে না।

জঙ্গিপুরের গর্ব

আমাদের প্রতিষ্ঠান দুপুরে বন্ধ থাকে না।

জঙ্গীপুর গিনি হাউস

শীততাপনিয়ন্ত্রিত শোরুম

গহনা ক্রয়ের উপের ১২ মাস টাকা জমিয়ে ১ কিস্তি ফ্রি পাওয়া যা।

আপনার প্রিয় শহর রঘুনাথগঞ্জ (দরবেশপাড়া), মুর্শিদাবাদ, Mob-9434442169 /9733893169

দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ- রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন - ৭৪২২২৫ হইতে স্বত্বাধিকারী অনুত্তম পন্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

TechNova NovaDom USR 1402904150 022481A 1412